ই.আই.এ ২০২০ পরিবেশের ক্ষতিকে বৈধতা দেয়, গণতন্ত্রকে ক্ষুন্ন করে বলে পরিবেশ মন্ত্রক (MoEFCC) কে জানাচ্ছেন পরিবেশবিদরা

-প্রেরণা বিন্দ্রা ও বৈশালী রাওয়াত
অনুবাদ: পৃথা দে ও কস্তুরী সাহা

২০২০ সালের মার্চ মাসে দেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, MoEFCC), এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (EIA, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ণ)-এর জন্য একটি খসড়া প্রস্তাবনা, জারি করেছে। এই প্রস্তাবনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সকল নতুন পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এবং ইতোমধ্যেই বর্তমান প্রকল্পগুলির বিস্তারের ক্ষেত্রে (যেমন, সড়ক, খনি, কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ) একটি প্রতিবেদন তৈরী করা বাধ্যতামূলক, যাকে বলা হয় এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) রিপোর্ট। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ মন্ত্রক (MoEFCC) প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি পরিবেশের উপর কী ধরণের [ক্ষতিকর] প্রভাব ফেলতে পারে তা খতিয়ে দেখে প্রকল্প অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যবসায়িক সুবিধার্থে পরিবেশগত সুরক্ষা-পদ্ধতিগুলিকে মূলগতভাবে ধ্বংস করার জন্য এই প্রস্তাবনার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তদুপরি, প্রতিটি নাগরিকের সুস্থ ও দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকার এতে ক্ষুণ্ন হচ্ছে, এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিও বিপর্যস্ত হচ্ছে।

এই খসড়া প্রস্তাবনাটি প্রত্যাহার করার জন্য, এবং এর পরিবর্তে দেশের পরিবেশ, বন, বাস্তুতন্ত্র ও বন্যজীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালের ই.আই.এ প্রস্তাবনাকে আরও জোরদার করার জন্য পরিবেশ মন্ত্রককে আমরা একটি চিঠি পাঠিয়েছি। চিঠিটি লেখেন লেখিকা, সংরক্ষণবাদী ও জাতীয় বন্যজীবন বোর্ডের স্থায়ী কমিটির প্রাক্তন সদস্য প্রেরণা বিন্দ্রা এবং লেখিকা ও সংরক্ষণবাদী বৈশালী রাওয়াত। অনুবাদ করেছেন দুই ইকোলজিস্ট পৃথা দে ও কস্তুরী সাহা। এই সমালোচনায় বন, বন্যজীবন, প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র, স্থানীয় সম্প্রদায় ও দেশের সকল নাগরিকের উপর এই প্রস্তাবনার প্রভাবগুলি তুলে ধরা হয়েছে। চিঠিতে ১০০-র বেশি গবেষক, ইকোলজিস্ট (বাস্তুতন্ত্র বিশেষজ্ঞ), সংরক্ষণবাদী এবং সহযোগী পেশাদার ব্যক্তি সই করেছেন। সহ-স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় বন্যজীবন বোর্ড (National Board for Wildlife), অরণ্য উপদেষ্টা কমিটি (Forest Advisory Committee), ব্যাঘ্র প্রকল্প (Project Tiger), জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ (National Tiger Conservation Authority) এবং বিভিন্ন রাজ্য বন্যজীবন বোর্ড (State Wildlife Boards) -এর প্রাক্তন সদস্যবৃন্দ এবং কয়েকজন প্রাক্তন সরকারী কর্মকর্তা। সংশ্লিষ্ট সকল পাঠকের কাছে আমাদের আবেদন, এই চিঠির বয়ানটিকে যথাসম্ভব উদ্‌ধৃত করুন এবং এই বিষয়ে আপনাদের নিজস্ব মতামত পেশ করুন।

এর দ্বারা ১১ই আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত এই খসড়া প্রস্তাবনা বিষয়ক মন্তব্যপেশের জন্য সর্বসাধারণকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, যা পরিবেশ মন্ত্রক (MoEFCC)কে eia2020-moefcc@gov.in এ ই-মেল করা যেতে পারে।

এই চিঠির লেখকরা [গোয়া ফাউন্ডেশন](), [বিন্ধ্যা বাঁচাও](), সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের কাঁচি কোহলি ও মঞ্জু মেননের কাছে কৃতজ্ঞ এবং ইআইএ ২০২০ খসড়া প্রস্তাবনার অন্যান্য সমালচনাগুলিকে স্বীকৃতি দিতে চান, যেগুলি এই চিঠিকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং বিষয়টি আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে।

শ্রী প্রকাশ জাভড়েকর
কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী
ইন্দিরা পরিবেশ ভবন
জোড়বাগ, নিউ দিল্লি

১০ই জুলাই, ২০২০

বিষয়: এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (EIA) ২০২০-র খসড়া প্রস্তাবনা প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন

মাননীয় শ্রী জাভড়েকর মহাশয়,

২০২০ সালের ২৩শে মার্চ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক দ্বারা প্রচারিত এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (EIA, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন), ২০২০-র খসড়া প্রস্তাবনা যার জন্য ১১ই আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত জনমত পেশ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেই বিষয়ে উদ্বিগ্ন নাগরিক হিসেবে আমরা আপনাকে এই চিঠি লিখছি।

এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (EIA, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন) একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পরিবেশের উপর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, ভূমিজ ব্যবহার, অরণ্য রূপান্তর বা পুনর্বিন্যাস, শিল্পজাত দূষণ ইত্যাদির সম্ভাব্য প্রভাব পরিমাপ করা হয় এবং তার উপর নির্ভর করে উন্নয়নমূলক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এই ইআইএ ২০২০ খসড়া প্রস্তাবনাটি বিচার করার একটি জরুরী মাধ্যম হল এই বিষয়টি বোঝা যে তার মূল আইনগুলি, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬-র আইনি অভিপ্রায় অনুসরণ করে কিনা। ইআইএ ২০২০ খসড়া প্রস্তাবনাটি এর কার্যকরী ক্ষেত্র এবং প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এবং ইআইএ প্রক্রিয়াটিকে মূলগতভাবে পরিবর্তন করে, যেমন ;

- নিয়ন্ত্রক তদারকির কঠোরতা ও সংখ্যা হ্রাস
- বিভিন্ন শিল্পকে নতুন করে তালিকাভুক্ত করা, যাতে তাদের পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন না হয়
- জনশুনানির সুযোগ ও সময়কাল হ্রাস করে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা
- পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন ঘটনাগুলির গুরুত্ব হ্রাস করা বা এগুলিকে লঘু করে দেখা

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬-র ধারা ৩, উপধারা (১) এর আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারকে "পরিবেশের গুণগত মান রক্ষা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ, হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ" করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (*"for the purpose of protecting and improving the quality of the environment, and preventing, abating and controlling environmental pollution"*)। অতএব, ইআইএ ২০২০ খসড়া প্রস্তাবনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা, এ দুটি সম্পূর্ণ মতভেদ প্রকাশ করছে।

এই খসড়া প্রস্তাবনাটি পূর্ববর্তী এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ("EIA") এ উপস্থিত সমস্যাগুলির সমাধানে ভয়ানকভাবে ব্যর্থ। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি সমস্যা হ'ল সরকারী জনশুনানি ব্যবস্থার জঘন্য পদ্ধতি, সামগ্রিকভাবে ইআইএ পরিচালনার অভাব, ইআইএ রিপোর্টগুলির ফাইনাল হওয়ার পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার অভাব, পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়নে সঠিক পরিমাপগুলি করতে ব্যর্থতা, নিয়মলঙঘনকারীদের জবাবদিহির অভাব ইত্যাদি। প্রস্তাবিত নতুন খসড়াটি আইনে রূপায়িত হলে এই যাবতীয় উদ্বেগের সাথে সাথে ভারতে পরিবেশগত অবক্ষয়ের হারও বাড়বে। ভারত বিশ্বের পরিবেশগত পারফরম্যান্স সূচকে (Environmental Performance Index) ২০১৬ এর তুলনায় ২০১৮ তে মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ৩৬টি স্থান পিছিয়ে যায় এবং ১৮০ টি দেশের মধ্যে ১৭৭ তম স্থান পায়।

তাই, আমরা **পরিবেশ মন্ত্রক MoEFCC-কে অনুরোধ করছি যে ইআইএ ২০২০ খসড়া প্রস্তাবনাটি প্রত্যাহার করে এর পরিবর্তে ইআইএ ২০০৬কে আরও জোরদার করা হোক।**

ইআইএ ২০২০ খসড়া প্রস্তাবনাটি নিয়ে আমাদের উদ্বেগের প্রধান বিষয়গুলি হল ;

১) *পোস্ট-ফ্যাক্টো* পরিবেশগত ছাড়পত্র বৈধকরণ

ইআইএ ২০২০ খসড়াটি পরিবেশগত প্রশাসনের প্রাথমিক সতর্কতামূলক নীতির সরাসরি বিরোধিতা করে। এটি *পোস্ট-ফ্যাক্টো* ক্লিয়ারেন্সকে বৈধতা দেয়, এর অর্থ হল যে প্রকল্পগুলি পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই গড়ে উঠেছে, সেগুলি চালিয়ে যেতেও কোন বাধা নেই। সুতরাং, পরিবেশের সুরক্ষাসংক্রান্ত বিধিগুলি লঙঘন করাকেই নিয়মানুগ করার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, যেখানে এর উচিৎ সমস্যাজনক প্রকল্প প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া এবং আইনলঙঘনকারী প্রকল্পগুলি বন্ধ করা।

এই *পোস্ট-ফ্যাক্টো* রেগুলেশনের গুরুতর সমস্যার সাম্প্রতিক এক উদাহরণ হ'ল ২০২০ সালের ৭ই মে বিশাখাপত্তনমের এলজি পলিমার কারখানায় গ্যাস লিকের ঘটনা, যাতে ১২ জন মারা যায় এবং কয়েক শতাধিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই ইউনিটটি পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল এবং *পোস্ট-ফ্যাক্টো* ছাড়পত্র অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল।

বর্তমানে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই এরকম প্রচুর প্রকল্প চলছে, যেগুলি পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক এবং বিশাখাপত্তনমের মত বিপর্যয় ঘটে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। উদ্বেগজনকভাবে, প্রস্তাবিত নতুন ইআইএ অনুসারে নির্মাণপূর্বে নেওয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র খনিপ্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে নির্মাণ ও স্থাপন পর্যায়ে ৫০ বছর অবধি বৈধ হতে পারে, অর্থাৎ ইআইএ ২০০৬ এ উল্লিখিত সময়কালের সাথে আরও ২০ বছর বৃদ্ধি পেল।

এই ধরণের *পোস্ট-ফ্যাক্টো* ছাড়পত্রের ভিত্তিতে পরিকাঠামগত বিস্তারের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রর অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হয়েছে, বিশেষত যে অঞ্চলগুলির জীববৈচিত্র্যর দিক থেকে প্রচুর মূল্য রয়েছে এবং যেগুলি বন্য জীবগোষ্ঠীদের আবাসস্থল। পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতিগুলির আর্থিক ক্ষতিপূরণ সম্ভব - এই ধারণাটি নেহাতই ত্রুটিপূর্ণ। কারণ জল, মাটি, বায়ুর গুণগত পরিবর্তন এবং বাস্তুতন্ত্র, বন্যজীবন, সর্বোপরি মানবস্বাস্থ্যর ক্ষতিও অনেকসময়ই অপরিবর্তনীয়।

পরিবেশগত আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতিগুলি *পোস্ট-ফ্যাক্টো* ছাড়পত্রের ধারণাটিকে স্বীকৃতি দেয় না। সুপ্রিম কোর্ট, বিভিন্ন হাইকোর্ট ও জাতীয় পরিবেশ আদালত (ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল)-এর পূর্ববর্তী রায়গুলির নজির রয়েছে, যেখানে *পোস্ট-ফ্যাক্টো* ছাড়পত্রের মামলাগুলি অবৈধ এবং নিন্দাজনক হিসাবে বিচারিত হয়েছে। আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বনাম রোহিত প্রজাপতির সিভিল আপিল নং ১৫২৬/২০১৬-র ক্ষেত্রে ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সাম্প্রতিক ০১.০৪.২০২০ এর রায়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে *পোস্ট-ফ্যাক্টো* ছাড়পত্র পরিবেশগত বিচারের ক্ষেত্রে অসঙ্গত। ২০১৩ সালে, এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন বনাম কেরালা রাজ্যের কেসে সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করে যে আগেই পরিবেশগত ছাড়পত্র না নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করলে, সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এলাকার মানুষের প্রাপ্য জীবনধারণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়।

এই খসড়া প্রস্তাবটি সতর্কতামূলক নীতি এবং সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রেখে দীর্ঘস্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা, উভয়েরই পরিপন্থী।

২) ইআইএ প্রক্রিয়া থেকে বৃহৎ শিল্পকে বাদ দেওয়া

ইআইএর ক্ষমতাধিন পরিধি এই খসড়া প্রস্তাবনাতে গুরুতরভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে। মূলত, এর পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বের সাথে প্রস্তাবিত নতুন নিয়মাবলির সরাসরি দ্বন্দ্ব রয়েছে। নতুন বিধিগুলির সবচেয়ে উদ্বেগজনক একটি হল ইআইএর অধীনে সম্পূর্ণ তদন্তের প্রয়োজন এমন শিল্পগুলিকে নতুন করে তালিকাভুক্ত করা। সামগ্রিকভাবে, ইআইএ ২০২০ খসড়া প্রস্তাবনাতে বালি ও মাটির উত্তোলন, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ অনুসন্ধানসহ চল্লিশ ধরণের প্রকল্প নতুন করে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে, যাদের পরিবেশগত ছাড়পত্রের আর প্রয়োজন নেই।

নদীগুলিকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের নতুন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর সংজ্ঞাও পরিবর্তন করেছে পরিবেশ মন্ত্রক। অভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Waterways) ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পগুলি, যেগুলি গোটা ভারত জুড়ে ১০০-রও বেশি নদীকে প্রভাবিত করে, সেগুলি "বি২" প্রকল্প হিসাবে নতুন করে তালিকাভুক্ত হবে এবং এগুলি ইআইএ প্রক্রিয়ার সমীক্ষা থেকে বিরত থাকবে। এই পদক্ষেপটি ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণী গাঙ্গেয় রিভার ডলফিন (শুশুক)-সহ নদী বাস্তুসংস্থানগুলিতে প্রাপ্ত বহু জলজজীবের বেঁচে থাকার জন্য সরাসরি বিপদ ডেকে আনে, পাশাপাশি এদের উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহকেও বিপদগ্রস্ত করে।

নির্মাণ শিল্প এই ক্ষেত্রে আর একটি উপকৃত অংশ, কারণ নতুন খসড়া অনুযায়ী শুধুমাত্র বৃহত্তম শিল্পগুলির পুরোপুরি যাচাই করা প্রয়োজন, অন্যান্য শিল্প প্রকল্প এই মূল্যায়ন থেকে রেহাই পাবে। উল্লেখ করা হয়েছে যে কেবলমাত্র বৃহত্তম ইমারত এবং নির্মাণ প্রকল্পগুলি মূল্যায়নের জন্য আপ্রেইসাল কমিটিকে বলা হবে। এটি "বি২" প্রকল্প হিসাবে উল্লিখিত ছোট আকারের অন্যান্য বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়াকে গুরুতরভাবে দুর্বল করে।

এই পদক্ষেপটি উদ্বেগজনক, যেহেতু নির্মাণ শিল্প সর্বাধিক দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলির একটি এবং শহরাঞ্চলে বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা অন্যতম প্রধান। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলির একটি হিসাবে চিহ্নিত দিল্লি শহরে মোট বায়ুদূষণের ২৮-৩০ শতাংশের উৎস হল নির্মাণ এলাকাগুলি থেকে নির্গত ধুলাবালি। ভারতের বেশিরভাগ প্রধান শহরগুলিতে যে আশঙ্কাজনক

উচ্চমাত্রায় বায়ুদূষণ দেখা যায়, তার সাথে জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক পরিণতিও জড়িত। উপরন্তু, শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা (co-morbidity) কোভিড-১৯ রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে বহুগুন বাড়িয়ে তোলে।

এই অস্তিত্বসংকটের সময়ে ভারতবর্ষকে পরিবেশ সম্পর্কিত আইনগুলি শক্তিশালী করতে হবে এবং দূষণকারী শিল্পগুলির দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩) জনশুনানির প্রক্রিয়াটি খারিজ করা

ইআইএ প্রস্তাবনা ২০০৬ এর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি বাধ্যতামূলক্ত জনপরামর্শগ্রহন পদ্ধতির মাধ্যমে জনগনকে, বিশেষত প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিদের কোন নতুন প্রকল্প সম্পর্কে মতামত জানাতে সক্ষম করে। এটি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভাব্য দূষণকারী শিল্পের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ইআইএ ২০২০-র খসড়া প্রস্তাবনা নির্মাণ কাজ শুরু জন্য “বি২” সহ অন্যান্য প্রকল্পগুলিকে জনশুনানি পরিচালনা করা থেকে অব্যাহতি দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে ক্ষুন্ন করে। উপরন্তু, নতুন প্রস্তাবটিতে, ৫০ শতাংশ পর্যন্ত প্রকল্প সম্প্রসারের জন্য জনশুনানির প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করা হয়।

জাতীয় প্রতিরক্ষা বা সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রকল্পগুলিও জনশুনানির প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এখানে উদ্বেগজনক বিষয়টি হ’ল ইআইএ ২০২০ খসড়া প্রস্তাবনাটি "কৌশলগত প্রকল্প" গুলিকে (strategic project) সংজ্ঞায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এর ফলস্বরূপ কেন্দ্রসরকার যেকোনো প্রকল্পকেই “কৌশলগত” স্বীকৃতি দিতে পারে। সেই প্রকল্পগুলি ইআইএ অর্থাৎ পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের পরিধির বাইরে চলে যাবে। এই জাতীয় কৌশলগত প্রকল্পগুলি জনসাধারণের কাছে প্রকাশও করা হবে না, তাই এতে আরওই অস্বচ্ছতার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

প্রকল্পগুলিকে জনশুনানি থেকে ছাড় দেওয়ায় জনগনের, বিশেষত দুর্বল সম্প্রদায়ের মতামত এই সিদ্ধান্তগুলি থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলি তাদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এবং তাদের জীবিকানির্বাহের সাথেও জড়িত। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ আসামের বাঘজনে দেখা গেছে, যেখানে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড (ওআইএল) দ্বারা পরিচালিত একটি গ্যাস-রিগে আগুন ধরার আগে ১২ দিন অনিয়ন্ত্রিতভাবে গ্যাস লিক হয়। মিথেন, প্রোপেন, প্রোফিলিন জাতীয় বিষাক্ত গ্যাসমিশ্রিত তেল ও কনডেনসেট ক্রমাগত লিক হওয়ার ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষিক্ষেত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তাদের অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়। এই লিক হওয়া তেল ও কনডেনসেট কাছাকাছি জলাভূমি ও বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রগুলির অপরিবর্তনীয় ক্ষতি করেছে এবং মাছ-ধরা ও কৃষির জন্য মাগুরি জলাভূমির উপর নির্ভরশীল স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিপুল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মাগুরি-মোটাপুং জলাভূমি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ পাখি অঞ্চল (Important Bird Area) এবং ডিব্রু-সাইখোয়া বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের একটি অংশ যা বিপন্ন প্রজাতি এবং কিছু প্রজাতির আশ্রয়স্থল, যেগুলি কেবলমাত্র এখানেই উপলব্ধ (endemic)।

এই অঞ্চলে ড্রিলিং প্রসারিত করার আগে জনশুনানি পরিচালনা থেকে বিরত থাকা সত্ত্বেও ওআইএলকে পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল।

এমনকি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও বারবার জনশুনানির প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হ'ল *লাফার্জ উমিয়াম মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া* কেস, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে, পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের মতামত নেওয়া বাধ্যতামূলক, যাতে কোনও প্রকল্প দ্বারা যেকোনোভাবে ক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তিকে তার অভিযোগ জানানোর ও মেটানোর সুযোগ দেওয়ার জন্য একটি কার্যকর ক্ষেত্র প্রদান করা হয়।

জনসাধারণের অংশগ্রহণ মূলক উন্নয়ন (participatory development)-এর জন্য তাদের পরামর্শ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তা নাহ'লে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে এবং প্রকল্প ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ, যেগুলি তাদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে সেগুলি নিয়ে তাদের উদ্বেগ জানানোর একমাত্র সুযোগ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হবেন।

৪) জনসাধারণ আইনলঙ্ঘনের অভিযোগ জানাতে অসমর্থ

ইআইএ ২০২০ খসড়া প্রস্তাবনার একটি উদ্বেগজনক দিক হল ইআইএর আওতাধীন প্রকল্পগুলিতে পরিবেশগত আইনলঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরকারী পদ্ধতিতে অভিযোগ করার ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রকল্পকারী এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতেই রয়েছে, সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের জন্য এই ধরণের কোন সুযোগ নেই। এর ফলে জনসাধারণ, বিশেষত স্থানীয় সম্প্রদায় এবং অন্যান্যভাবে জড়িত অংশিদাররা কার্যকরভাবে কোনরকম পদক্ষেপ নেওয়া থেকে অধিকারচ্যুত হবে।

৫) বন্যজীবন ও তাদের আবাসস্থলের উপর প্রভাব, যার মধ্যে বাঘের আবাসস্থলও অন্তর্ভুক্ত

ইআইএর আওতাধীন (ও অন্যান্য) প্রকল্পগুলি বন্যজীবন এবং তাদের আবাসস্থলগুলির উপর গভীর প্রভাব ফেলা সত্ত্বেও, ইআইএ প্রক্রিয়াটি এই সমস্যাগুলির সমাধানে ভয়ানকভাবে অসফল থেকেছে, এবং সেই ব্যর্থতা এই খসড়াতেও অব্যাহত। বর্তমানে প্রকৃতির অভূতপূর্ব বিলুপ্তির হার এবং অবক্ষয়ের কথা বিবেচনা করে, এরূপ ব্যর্থতা আর হতে দেওয়া সম্ভব নয়।

ক) ঐতিহাসিকভাবেই, এক্সপার্ট অ্যাপ্রেইসাল কমিটিগুলির বিশেষজ্ঞদের বন্যজীবনের উপর প্রভাব অনুধাবনের দক্ষতা ছিল না। অতএব, ইআইএ প্রক্রিয়াতে এই দিকটি বরাবর অবহেলিত হয়ে এসেছে। এমনকি আইন দ্বারা সংরক্ষিত অরণ্যের নিকটবর্তী এলাকা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক, জীববৈচিত্র্যেপূর্ণ এলাকাতেও উন্নয়ন প্রকল্পগুলির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য, বন্যজীবন সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও পরিকল্পণা বা প্রচেষ্টা নেই।

খ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল রেলওয়ে প্রকল্প, যেখানে এই ধরণের পর্যবেক্ষণগুলি বিশেষভাবে প্রয়োজন। রেলপ্রকল্পগুলি বন্যজীবন ও প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলিতে প্রচুর প্রভাব ফেলে। ট্রেনের সাথে সংঘর্ষের কারণে প্রায়ই বাঘ, হাতি, চিতাবাঘ ইত্যাদি বন্যজীবনের মৃত্যু ঘটে এবং রেলপথের রৈখিক পরিকাঠামো এদের প্রাকৃতিক বাসস্থানকে ছোট ছোট ভাগে খণ্ডিত করে। উদাহরণস্বরূপ, লোকসভায় (জুলাই ২০১৯) রেল মন্ত্রক দ্বারা উপস্থাপিত

পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০১৬ জুন থেকে ২০১৯-এর মধ্যে রেল দুর্ঘটনায় মোট ৬৫টি হাতি মারা যায়। উন্নয়নপ্রকল্পগুলির এইসব ফাঁকপূরণ করার জন্য ইআইএর আইনকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

গ) 'বি২' নামে নতুন করে তালিকাভুক্ত প্রকল্প, যেগুলির সম্পূর্ণ মূল্যায়ন এবং জনশুনানির প্রয়োজন জরুরী নয় বলে মনে করে হয়েছে, তার মধ্যে জাতীয় সড়ক, রাজ্যসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, মাল্টি-মোডাল করিডোর এবং কয়েকটি রিং রোডের সম্প্রসারণ বা প্রশস্তকরণ এবং পরিবেশগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত বায়ু-রোপওয়ে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, প্রকল্পগুলির জন্য প্রস্তাবিত এলাকার মধ্যে পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর অঞ্চল, বন, জলাভূমি, তৃণভূমি, প্লাবনভূমি এবং মরুভূমি জড়িত। এগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র, যেখানে নির্মাণকার্যের ফলে বন্যজীবনের আবাস এবং বাস্তুতন্ত্রের কার্যক্রমে অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হতে পারে।

ঘ) এই খসড়া প্রস্তাবনায় কোন ক্ষতিকর প্রকল্প প্রস্তাবকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া এবং প্রকল্পটি বন্ধ করার পরিবর্তে যে কোন এবং সমস্ত আইনলঙঘনকারী প্রকল্পকেই নিয়মসম্মত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সংরক্ষিত এলাকা বা তাদের ইকোসেন্সিটিভ জোনগুলির মধ্যেও নিয়মলঙঘনের জন্য কোনও ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়নি।

ঙ) ২০২০- এর ইআইএ খসড়া প্রস্তাবনায় কেবলমাত্র পরিবেশ মন্ত্রক (MoEFCC) দ্বারা চিহ্নিত ‘ইকোসেনসিটিভ’ জোন (পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল) ও এলাকাগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে সংরক্ষিত অরণ্য, অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রগতভাবে ভঙ্গুর অঞ্চল যেমন পার্বত্য এলাকার বাস্তুসংস্থান, জলাভূমি, মরুভূমি, প্লাবনভূমি, পীটল্যান্ডস, ম্যানগ্রোভ, জলাশয়-জলাভূমি, এবং বিশেষ প্রকৃতির উদ্ভিদ ও প্রাণী, পরিবেশের সামান্য তারতম্য যাদের উপর সহজেই প্রভাব ফেলে (sensitive) তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থানের কোনও উল্লেখ নেই। এর ফলে পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে প্রকল্পগুলি গড়ে তোলার ছাড়পত্র সহজেই পাওয়া যাবে, যা সেখানকার বন্যজীবনকে বিপন্ন করতে পারে।

চ) ইআইএ ২০২০-র খসড়া প্রস্তাবনা অনুযায়ী, “বৃক্ষচ্ছেদন ব্যতীত জমি সমতলকরণের কাজ” (“leveling of the land without any tree felling”) পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই করা যেতে পারে। এই ধরণের ক্রিয়াকলাপের অনুমতি দেওয়া হলে তৃণভূমি, জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ ও মরুভূমির মতো বিপন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্রগুলির অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হতে পারে। এই অঞ্চলগুলি কিছু বিপন্ন ও শিডিউল-১ প্রজাতির শেষ আবাসস্থল, যেমন গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, মেছোবাঘ, ভারতীয় নেকড়ে, লেসার ফ্লোরিকান, ভোঁদড়, প্রচুর পরিযায়ী জলীয় পাখি ও অন্যান্য জীব।

ছ) সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলিতে ‘নির্মাণ কাজ’-এর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় কিনা, তা এই ইআইএ খসড়াটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করে না। আইনের ফাঁকগুলির অপব্যবহার করে পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুদানের আগেই প্রকল্পের কর্তৃপক্ষরা আইন দ্বারা সংরক্ষিত অরণ্যেও নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করতে পারেন, যার ফলে দেশের শ্রেষ্ঠ কিছু প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও বন্যজীবনের অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হতে

পারে। এই খসড়াতে কোন ওয়াইল্ডলাইফ ক্লিয়ারেন্স অর্থাৎ বন্যজীবন ছাড়পত্র ছাড়াই সংরক্ষিত এলাকাগুলির ভেতরে নির্মাণ কাজ শুরু হলেও তাকে কোনোভাবে আটকানো বা সীমাবদ্ধ করার কথা বিশেষভাবে স্পষ্ট নয়। ফলে প্রকল্পনির্মাণ কাজ একবার শুরু হয়ে গেলে সেখানে যদি আইনলঙ্ঘনও হয়, কাজ চলতে থাকবে, আইনি ভাষায় যাকে বলে *ফেইট অ্যাকমপ্লি*।

জ) ভারতবর্ষ এক বিস্ময়কর জীববৈচিত্রের আবাস; বাঘ, হাতি, চিতাবাঘ, ভালুক ইত্যাদি প্রজাতির বাসস্থানের পরিসরগুলি সংরক্ষিত এলাকার বাইরেও প্রায়শই প্রসারিত এবং অনেক সময় মানুষের বসবাস অঞ্চল পর্যন্তও বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের বন্য হাতির জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত এলাকার বাইরে অবস্থিত এবং ৩৫-৪০ শতাংশ বাঘ সংরক্ষিত এলাকার বাইরে পাওয়া যায় এবং তারাই বেশি বিপন্ন। অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতি যেমন নেকড়ে, চিতাবাঘ, লেসার ফ্লোরিকান, গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডও সংরক্ষিত এলাকার বাইরে বাস করে। যে কোনও পরিবেশগত প্রভাব মুল্যায়ন প্রক্রিয়াতে এই বিষয়টির স্বীকৃতি দিতে হবে যে বন্যজীবনগুলি বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক এলাকায় পাওয়া যায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এই জীবগোষ্ঠীদের কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তার এক সার্বিক মূল্যায়ন করা জরুরী। কিছু প্রকল্পকে ইআইএ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে এভাবে ছাড় দেওয়া ভারতের বিরল, বিপন্ন বন্যজীবনকে আরও বিপদে ফেলবে। সংরক্ষিত এলাকার বাইরে এই জীবগোষ্ঠীগুলিকে টিকিয়ে রাখে যে আবাসস্থলগুলি, বর্তমান ইআইএ ২০২০-র খসড়া প্রস্তাবনাটি সেই এলাকাগুলির অপরিবর্তনীয় ক্ষতি ঘটাতে পারে।

আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে কোভিড-১৯ লকডাউন চলাকালীন, যখন দেশ মহামারী ও মানবিক সংকট নিয়ে বিপর্যস্ত, এমন সময় ইআইএ খসড়া প্রস্তাবনার বিষয়ে জনসাধারণের মন্তব্যের জন্য আমন্ত্রণ জানানো অসংবেদনশীল। বিশেষত দুর্বল সম্প্রদায়গুলি যারা পরিবেশগত সমস্যা ও দূষণকারী প্রকল্পগুলির দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়, এই বিষয়গুলি নিয়ে ওয়াকিবহল হওয়ার জন্য যাদের কাছে উপযুক্ত প্রযুক্তিটুকুও উপলব্ধ নয়, তারা মতামত পেশ করতে অক্ষম হবে। এই পদক্ষেপে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং গণতন্ত্রের অংশগ্রহণমূলক নীতিগুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

জলবায়ু সংকট আমাদের চ্যালেঞ্জগুলিকে আরও মুশকিল করে তুলবে। ২০২০ সালের জুনে **ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রক** প্রদত্ত ভারত সরকারের রিপোর্টে 'ভারত অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের মূল্যায়ন'-এ সতর্ক করা হয়েছে যে: *"ভারতের জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন [জলবায়ু মডেল দ্বারা অনুমান করা] দেশের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের, কৃষি উৎপাদন ও মিষ্টিজলের উৎসগুলির উপর চাপ বাড়িয়ে তুলবে, এবং এর সাথে সাথে পরিকাঠামোগত ক্ষতিও বাড়িয়ে তুলবে। এগুলি দেশের জীববৈচিত্র্য, জ্বালানি সুরক্ষা, খাদ্য, জল ও জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক পরিণতির সম্ভাবনা ইঙ্গিত করে।" ("the rapid changes in India's climate [projected by climate models] will place increasing stress on the country's natural ecosystems, agricultural output, and freshwater resources, while also causing escalating damage to infrastructure. These portend serious consequences for the country's biodiversity, food, water and energy security, and public health.")*

ইতিহাসের এমন সময়ে, এই কঠিন পরিস্থিতিগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে এমন নিয়মনীতি আইনকানুনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। আমরা পরিবেশের অবক্ষয়কে

কোনমতেই বাড়িয়ে তুলতে পারি না; একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিলুপ্তপ্রায় জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক অবকাঠামোর ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ আগামি প্রজন্মকে বহন করতে হবে।

ভারতীয় সংবিধানের ৫১নং অনুচ্ছেদের (ছ) তে বলা হয়েছে যে, অরণ্য, হ্রদ, নদী এবং বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের রক্ষা ও উন্নতি করা এবং জীবজগতের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য ("to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and wild life, and to have compassion for living creatures")। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে পরিবেশ মন্ত্রককেই মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে যে একটি ইআইএ আইনে এই মূল্যবোধগুলি অঙ্গীভূত করা উচিত।

উপরোক্ত উদ্বেগগুলি বিবেচনা করে, আমরা পরিবেশ মন্ত্রক (MoEFCC)-কে অনুরোধ করছি ইআইএ ২০২০ খসড়া বিজ্ঞপ্তিটি যেন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়। এই মুহূর্তে প্রয়োজন ২০০৬ সালের ইআইএ প্রস্তাবনাকে শক্তিশালী করা তোলা এবং অতি অবশ্যই এতে পরিবেশগত আইনশাস্ত্রের নীতিগুলিকে সমর্থন করা, যাতে এই আইনে অন্তর্ভুক্ত হয় সতর্কতা নীতি, যাতে সিদ্ধান্তগ্রহনের আগে পরিবেশের সম্ভাব্য ক্ষতিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়, পলিউটারস পে নীতি, যাতে দূষণকারীকে দূষণের ব্যয়ভার করতে বাধ্য করা হয়, এবং সর্বোপরি যাতে জনসাধারণের ন্যায়বিচার ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অধিকার গুরুত্ব পায়।

আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি দয়া করে এই চিঠিটির প্রাপ্তি স্বীকার করুন।

ধন্যবাদান্তে,

জাতীয় বন্যজীবন বোর্ড (National Board for Wildlife), অরণ্য উপদেষ্টা কমিটি (Forest Advisory Committee), ব্যাঘ্র প্রকল্প (Project Tiger) জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ (National Tiger Conservation Authority) এবং বিভিন্ন রাজ্য বন্যজীবন বোর্ড (State Wildlife Boards)-এর প্রাক্তন সদস্যবৃন্দ

1. A.J.T. Johnsingh, PhD, Former member, National Board for Wildlife.
   Email: ajt.johnsingh@gmail.com
2. Aparajita Datta, PhD, Senior Scientist, Nature Conservation Foundation; Former Member, State Board for Wildlife, Arunachal Pradesh; Former Member, NTCA
   Email: aparajita@ncf-india.org
3. Asad Rahmani, PhD (Former Director, Bombay Natural History Society), Scientific Adviser, The Corbett Foundation
   Email: rahmani1.asad@gmail.com
4. Biswajit Mohanty, PhD, Former Member, National Board for Wildlife; Secretary, Wildlife Society of Orissa
   Email: kachhapa@gmail.com
5. Bittu Sahgal, Editor, Sanctuary Asia; Former Member, National Board for Wildlife.
   Email: bittu@sanctuaryasia.com
6. Bonani Kakkar, Former Member, National Board for Wildlife; Founder Member, People United for Better Living in Calcutta (PUBLIC)
   Email: public4calcutta@gmail.com
7. Kishore Rithe, Former Member, National Board for Wildlife; Founder, Satpuda Foundation.
   Email: rithekishore@gmail.com
8. Meetu Gupta, Member, State Board for Wildlife, Chhattisgarh; Founder Member & Secretary, Conservation Core Society.
   Email: conservationcoreindia@gmail.com
9. M Firoz Ahmed, PhD, Scientist F, Aaranyak, Guwahati, Assam; Former Member of the FAC and NTCA, MoEFCC, GoI.

Email: mfa.aaranyak@gmail.com

10. MK Ranjitsinh, PhD, Former Additional Secretary, Ministry of Environment and Forests; Director, Wild Preservation, India
Email: mkranjitsinh@gmail.com
11. Nirmal Kulkarni, Herpetologist, Director, Mhadei Research Center; Member, Goa State Biodiversity Board; Former Member, State Board for Wildlife, Goa
Email: ophidian_nirmal@yahoo.co.in
12. PK Sen, Former Director, Project Tiger
Email: 1941sen@gmail.com
13. Priya Davidar, PhD, Fellow, American Association for the Advancement of Science. Professor (Retired), Pondicherry University. Former member, Tamil Nadu State Wildlife Board
Email: pdavidar@gmail.com
14. Prerna Singh Bindra, Author and Wildlife Conservationist, Former Member, Standing Committee-National Board for Wildlife
Email: bindra.prerna@gmail.com
15. Romulus Whitaker, Co-founder/Trustee, Centre for Herpetology/Madras Crocodile Bank and Agumbe Rainforest Research Station. Former Member, Tamil Nadu State Wildlife Board.
Email: kingcobra@gmail.com
16. Shekar Dattatri, Former Member, National Board for Wildlife Email:
Email: shekar.dattatri@gmail.com

গবেষক, সংরক্ষণবাদী ও বিশেষজ্ঞ সহকর্মীবৃন্দ

17. Madhu Bhaduri, Indian Foreign Service, Former Ambassador of India
Email: madhu.bhaduri@gmail.com
18. Amit Bhaduri, Former Professor emeritus at JNU.
Email: amit.bhaduri@gmail.com
19. M D Madhusudan, Independent Researcher,
Email: mdmadhu@gmail.com
20. Nilanjana S Roy, writer
Email: nilanjanasroy@gmail.com
21. Cara Tejpal, Sanctuary Nature Foundation
Email: caratejpal@gmail.com
22. Pradip Krishen, Writer, ecological restorer
Email: treesofdelhi@gmail.com
23. Brinda Dubey, Secretary, Tiger Haven Society.
Email: brinda.dubey@gmail.com
24. Jairaj Singh, Chairman, Tiger Haven Society
Email: tigerhavensociety@gmail.com
25. Joanna Van Gruisen, Wildlife photographer and Writer
Email: joannavg@gmail.com
26. Raghu Chundawat, Conservation biologist
Email: raghu.baavan@gmail.com
27. Vaishali Rawat, Writer and Conservationist
Email: vaishali.rawat@gmail.com
28. Sumantha Ghosh, Founder, Vanghat
Email: vanghat@gmail.com
29. Nityanand Jayaraman, Writer, Social Activist. Chennai Solidarity Group
Email: nityjayaraman@gmail.com
30. Vishal Sinha, Advocate, Supreme Court of India
Email: vishalfkt@gmail.com
31. Meera Rajesh , Works on restoration of degraded land
Email: meera.rajesh@gmail.com
32. Pranav Capila, Independent Writer and Editor
Email: pranav@secondskin.media
33. Sonia Jabbar, Tea Planter & Conservationist, Nuxalbari Tea Estate, West Bengal
Email: s.jabbar@icloud.com
34. Meghna Banerjee, Executive Director and CEO, Human & Environment Alliance League (HEAL)
Email: banerjee.meghna5@gmail.com
35. Aditya Chandra Panda, Naturalist & Wildlife Conservationist
Email: aditya.spiritofthewild@gmail.com

36. Alok Putul, Journalist, BBC
Email: alokputul@gmail.com
37. Shailendra Singh, PhD, Director (India Program) Turtle Survival Alliance
Email: shai@turtlesurvival.org
38. Anuradha Sehgal, Animal Rights Activist
Email: Anuradha.sehgal@hindustantimes.com
39. Diya Banerjee, Advisor, Human & Environment Alliance League
Email: banerjee.diya@gmail.com
40. M. Yuvan, Independent writer and researcher, Executive Committee - Madras Naturalists' Society
Email: yuvan.aves@gmail.com
41. Shailendra Yashwant, Independent Journalist
Email: shaiyashwant@gmail.com
42. Nandini Velho, PhD, Alumna of the Earth Institute Fellowship, Columbia University.
Email: nandinivelho@gmail.com
43. Sahil Nijhawan, PhD, Independent scholar
Email: sahil.nsit@gmail.com
44. Anisha Jayadevan, Ecologist
Email: anisha.jayadevan@gmail.com
45. Pooja Choksi, PhD Candidate, Columbia University, New York
Email: poojamchoksi@gmail.com
46. Dincy Mariyam, PhD Candidate
Email: dincy.mariyam@gmail.com
47. Arjun Srivathsa, PhD candidate, Wildlife Biologist, University of Florida
Email: asrivathsa@ufl.edu
48. Aritra Kshettry, INSPIRE-Fellow, Department of Science and Technology
Email: aritra.kshettry@gmail.com
49. DV Girish, Wildlife Conservation Activist & Managing Trustee, Bhadra Wildlife Conservation Trust, Chikkamagalauru.
Email: girish422@gmail.com
50. Shreedev Hulikere, Wildlife Conservationist & Managing Trustee, WildCAT-C, Chikkamagalauru
Email: shreedevhulikere@gmail.com
51. Mrunmayee, Wildlife Conservationist, Chikkamagalauru
Email: mrunmayee.amarnath@gmail.com
52. Bijal Vachharajani, children's book author
Email: bijal.tob@gmail.com
53. Girish Punjabi, Wildlife Biologist
Email: girisharjunpunjabi@gmail.com
54. Sikha Hariharan, Research Fellow
Email: sikha.hariharan@gmail.com
55. Raza Kazmi, Independent Writer and Wildlife Historian.
Email: raza.kazmi17@gmail.com
56. Krishnapriya Tamma, Researcher
Email: priya.tamma@gmail.com
57. Priya Singh, Independent Researcher
Email: karnisar@gmail.com
58. Vena Kapoor, Ecologist, Nature Educator
Email: vena.kapoor@gmail.com
59. Pradeep Koulgi, Wildlife biologist, Independent researcher
Email: pradeep.koulgi@gmail.com
60. Mahi Puri, PhD candidate, Wildlife biologist, University of Florida
Email: mahi.puri@gmail.com
61. Prerna Agarwal, Independent researcher
Email: prernaagarwal17@gmail.com
62. Omkar Dharwadkar, Naturalist
Email: omkardhr_27@yahoo.in
63. Anindya Sinha, Professor and Wildlife Biologist, National Institute of Advanced Studies
Email: anindya.rana.sinha@gmail.com
64. Shreya Padukone, Research Associate, NALSAR University of Law
Email: shreya.padukone@gmail.com
65. Arjun Kamdar, National Centre for Biological Sciences, Bangalore
Email: arjunk@ncbs.res.in
66. H S Sathya Chandra Sagar, Indian Institute of Science, Bengaluru

Email: sathyachandrasagar@gmail.com
67. Abhishek Jamalabad, Researcher
Email: abhishek.jamalabad@gmail.com
68. Sutirtha Lahiri, Researcher, IISER Pune
Email: sutirtha1996@gmail.com
69. Ghanashyam GC, Wildlife Conservationist, Chikkamagalauru
Email: ghanuiyer@gmail.com
70. Dhee, Independent Researcher
Email: finddhee@gmail.com
71. Umesh Srinivasan, Assistant Professor, IISc
Email: umeshs@iisc.ac.in
72. Rohan K. Menzies, Researcher, Nature Conservation Foundation
Email: rohanmenzies@ncf-india.org
73. Ritobroto Chanda, MSc Project Student, IISER Tirupati/BVIEER Pune
Email: ritobrotochanda@gmail.com
74. Veera Mahuli, Lawyer
Email: veerasmahuli@gmail.com
75. Rohit Chakravarty, PhD student and bat researcher, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Germany
Email: rohit.chakravarty77@gmail.com
76. Viril Stephen Serrao, MSc project Student, Wildlife Trust of India/BVIEER Pune
Email: virilserrao@gmail.com
77. Leona M Bhuyan, MSc Environmental Sustainability, University of Edinburgh, UK
Email: leonambhuyan@gmail.com
78. Rajeev G C, Software Engineer and Wildlife Conservationist, Chikkamagalauru
Email: rajeevgc@gmail.com
79. Pritha Dey, PhD, Moth biologist, Centre for Ecological Sciences, Indian Institute of Science
mail: dey.pritha126@gmail.com
80. Chintan Sheth, Independent Researcher
Email: chintz604@gmail.com
81. Shivangi Jain, Duke University, Master of Environmental Management
Email: shivangi.jain@duke.edu
82. Rohan Arthur, PhD, Scientist, Nature Conservation Foundation,
Email: rohan@ncf-india.org
83. Vishnupriya Sankararaman, PhD candidate, Penn State University
Email: vus85@psu.edu
84. Rohan Chakravarty, Cartoonist
Email: rohanchakcartoonist@gmail.com
85. Amandeep Kaur Bamrah, Nature Educator, Sanctuary Nature Foundation
Email: amandeepkaurgiran@gmail.com
86. Parvathi K. Prasad, Researcher
Email: parvathi68@gmail.com
87. Hycintha Aguiar, Researcher, BMC Chairperson Goltim Navelim, Goa
Email: a.hycie@gmail.com
88. Arjan Basu Roy, Secretary, Nature Mates Nature Club
Email: naturemates@gmail.com
89. Rithika Fernandes, Ecologist
Email: rithikafernandes@gmail.com
90. Malaika Vaz, Wildlife Presenter and Filmmaker
Email: malaikavaz1@gmail.com
91. Kasturi Saha, PhD student, Center for Ecological Sciences, Indian Institute of Science
Email: kasturisaha@iisc.ac.in
92. Harish Prakash, PhD, Research Associate, Centre for Ecological Sciences, Indian Institute of Science
Email: harishp@iisc.ac.in
93. Sayan Banerjee, PhD student, National Institute of Advanced Studies, Bengaluru
Email: sayan.workspace@gmail.com
94. Priyank Das, MSc Student, SACON
Email: gemini20rimi@gmail.com
95. Shaleen Attre, Wildlife Conservationist
Email: shaleen.attre6@gmail.com
96. Swathi H A, MSc Student, University of Mysore
Email: swathih.a8@gmail.com
97. Manidip Mandal, JRF, ICAR-NBAIR

Email: m.manidip1295@gmail.com

98. Tiasa Adhya, Conservationist, Nari Shakti Puruskar Awardee, 2016
Email: adhyatiasa@yahoo.com
99. Rutuja Dhamale, Researcher
Email: rutuja.dhamale@gmail.com
100. Anup Prakash B, Wildlife biologist
Email: anup.b.prakash@gmail.com
101. Sujan Chatterjee Birdwatcher's Society
Email: birdwatcherssocietyofbengal@gmail.com
102. Mandip Singh Soin, FRGS, Mountaineer, Explorer & Ecotourism specialist
Email: mandipsinghsoin@gmail.com
103. Malaika Mathew Chawla, MSc student, James Cook University, Australia
Email: malaika.chawla@my.jcu.edu.au
104. Subhashini Krishnan, Science teacher
Email: subhashinik009@gmail.com
105. Udisha Saklani, PhD Student, Department of Geography, University of Cambridge
Email: us267@cam.ac.uk
106. Satyajeet Gupta, PhD student, Center for Ecological Sciences, Indian Institute of Science
Email: satyajeetg@iisc.ac.in
107. Pooja Pawar, Research Affiliate, Nature Conservation Foundation, Mysore
Email: pooja@ncf-india.org
108. Ramki Sreenivasan, Conservation India
Email: frogmouth@gmail.com

চিঠির সহ প্রাপক :

(১) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী (Minister of Environment, Forest and Climate Change)

(২) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী (Minister of State for Environment, Forest and Climate Change).

(৩) সচিব (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন) (Secretary, Environment, Forest & Climate Change)

(৪) বন প্রধান অধিকর্তা ও বিশেষ সচিব (Director General of Forests and Special Secretary)

(৫) বন অতিরিক্ত অধিকর্তা (বন সংরক্ষণ) (Additional Director General of Forest (Forest Conservation)

(৬) বন অতিরিক্ত প্রধান অধিকর্তা (বন্যজীবন) (Additional Director General of Forest (Wildlife)

(৭) অধিকর্তা, ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ্ ইন্ডিয়া (Director, Wildlife Institute of India)